১১-০৬-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- দেহ সহ যা কিছুই তোমাদের আছে, তার থেকে মমত্ব দূর করো, ট্রাস্টি হয়ে থাকো -- একেই জীবন্মৃত অবস্থা বলা হয়"

প্রশ্ন :- সঙ্গম যুগী ব্রাহ্মণদের টাইটেল কি, বাবার কাছে তারা কোন্ বেস্ট প্রাইজ পায় ?

উত্তর :- তোমরা সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণরা হলে রাজঋষি, রাজযোগী । তোমরা ব্রহ্মামুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞের দেখভালের নিমিত্ত, তোমরা বড়র থেকেও বড় শেঠের কাছে অনেক বড় দক্ষিণা পাও । স্বর্গের বাদশাহীই হলো বেস্ট প্রাইজ ।

গীত :- মরণ তোমারই দ্বারে, জীবনও তোমারই দ্বারে....

ওম্ শান্তি । বেহদের বাবা বসে বেহদের বাচ্চাদের বেঁচে থেকেও মৃত্যুতুল্য থাকার জন্য খুব ভালো ভালো পয়েন্টস শোনান । বাচ্চারাও গান শুনেছে যে, বেঁচে থেকেও মরে যেতে হবে । কাশীতে মানুষ নিজেদের বলি দেয় । তারা তো নিজেদের শরীরকে শেষ করে দেয় । তারা কোনো জ্ঞান বা যোগ ইত্যাদি শেখে না । এখানে তো বেঁচে থেকেই বাবার হতে হবে । জ্ঞান শোনার জন্য দেহ সমেত সর্ব বন্ধন ছেড়ে নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে । বাবা এখন বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলেন । বাচ্চারা, তোমরা এখন এই পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীর সবকিছুই আমাকে সমর্পণ করে দাও । ব্যাস, আমরা তো বাবার হয়ে গেছি । তোমরা বেঁচে থেকেই বলো -- আমরা হলাম শিববাবার । আমরা এখন প্র্যাকটিকালি বাণপ্রস্থ অবস্থায় আছি । ওই বাণপ্রস্থীরা ঘরদুয়ার ছেড়ে গিয়ে হরিদ্বারে থাকে । তবুও এই মৃত্যুলোকেই জন্ম নেয় । এখন বাবা বোঝান যে, তোমরা এখন এই মৃত্যুলোকে জন্ম নেবে না । মৃত্যুলোক, কলিযুগী দুনিয়া মুর্দাবাদ । অমরলোক, সত্যযুগী দুনিয়া জিন্দাবাদ হয় তাই বাবা বলেন, গৃহস্থ জীবনে থাকো কিন্তু দেহ সহিত যা কিছুই তোমাদের, তার থেকে মমত্ব দূর করো । মনে করো, আমরা সবকিছুই শিববাবাকে দিয়ে দিই । সমস্ত কিছুই শিববাবার । তখন শিববাবা বলেন,ঠিক আছে, সবকিছু ট্রাস্টি হয়ে দেখভাল করো । তোমরা মনে করো যে, শিববাবার ভাণ্ডার থেকে আমরা শরীর নির্বাহ করি । অজ্ঞান অবস্থাতেও তো মানুষ বলে যের সব জিনিসই পরমাত্মার । পরমাত্মাই সব দিয়েছেন । আবার কোনো সন্তান মারা গেলে মানুষ কান্নাকাটি করে । এখন বাবা বলেন, পুরানো জিনিসের কথা সব ভুলে যাও । এক বাবাকে স্মরণ করো যে বাবা তোমাদের নতুন দুনিয়ার জন্য রাজ্য - ভাগ্য দেন । ঘর - গৃহস্থীতে থেকেও মনে করো, এ সমস্তকিছুই শিববাবার । আমরা শিববাবার ভান্ডার থেকে অন্ন গ্রহণ করি । আমরা তাঁর শ্রীমত অনুযায়ী চলি । অনেকে বলে, বাবা, আমরা গাড়ি কিনবো কি ? বাবা বলেন, হ্যাঁ বাচ্চা, নাও । যে বাচ্চারা মনে করে সবকিছুই বাবার, তারা বাবার কাছে মতামত জিজ্ঞেস করে । বেঁচে থেকেও মৃত্যুতুল্য জীবন --- আমাদেরই বলা হয় । ভক্তিমার্গেও শিববাবার সামনে মানুষ নিজেকে সমর্পণ করতো কিন্তু মানুষের এই জ্ঞান ছিলো না । এ তো এখন পরমপিতা পরমাত্মা বসে এই জ্ঞান শোনাচ্ছেন । কতো সহজ রীতিতে তিনি একুশ জন্মের জন্য এই আশীর্বাদী বর্সা দেন । বাবা বলেন - আমি কখন এসেছি, এ কথা কেউই জানে না । মানুষ বলে -- ক্রাইস্টের তিন হাজার বছর পূর্বে ভারতে স্বর্গ ছিলো, এখন সেই স্বর্গ কে স্থাপন করেছিলেন ? দেবী - দেবতারা স্বর্গে কোথা থেকে এসেছিলেন ? গায়নও আছে যে --- মানুষ থেকে দেবতা হতে সময় লাগে না । তাঁরা কখন এসেছিলেন ? অবশ্যই তাঁরা কলিযুগের অন্তিম সময়ে আর সত্যযুগের আদি

অর্থাত্ সঙ্গম যুগে এসেছিলেন । বাবা বলেন, আমি এখন তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা বানাতে এসেছি । এতজন এখানে পড়তে আসে । এখানে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো কথা নেই । এ অন্য কোনো সত্সঙ্গের মতো নয় । সত্য বাবা বসে বাচ্চাদের পড়ান । বাবাও বুঝিয়েছেন যে, ভক্তিমার্গেও বরাবর দুজন বাবা থাকেন । এক শরীরের লৌকিক বাবা, দ্বিতীয় আত্মার পারলৌকিক বাবা । আত্মারা সেই পারোলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে ---ও গড ফাদার, তারা বিভিন্ন নাম রূপে স্মরণ করে । লৌকিক বাবার কাছ থেকে তোমরা জন্মে জন্মে আশীর্বাদী বর্সা নিয়ে এসেছো । এমন নয় যে সত্য যুগেও লৌকিক বাবার আশীর্বাদী বর্সা নিয়ে এসেছো । তা নয়, সত্য যুগে লৌকিক বাবার থেকে যে আশীর্বাদী বর্সা নাও তা হলো এই সময়ের এখানকার কামাই । এই সময় তোমরা এত কামাই করো যে একুশ জন্মের জন্য আশীর্বাদী বর্সা নিয়ে নাও । এখনকার পুরুষার্থেই তোমরা সত্যযুগের আশীর্বাদী বর্সা পাও । তোমরা বেহদের বাবার থেকে বেহদের আশীর্বাদী বর্সা পাও । বাবাই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া বানান । এ হলো লাক্স সাবান, যাতে মানুষ পবিত্র হয় । বাবা বলেন ----নিজেকে অশরীরী মনে করো । তোমরা আত্মারা কান দিয়ে শোনো । সত্যযুগ এবং ত্রেতার একুশ জন্মের বর্সা এখন পারলৌকিক বাবার থেকে পাওয়া যায় । এরপর দ্বাপর থেকে লৌকিক বাবার কাছ থেকে অল্পকালের জন্য বর্সা নিয়ে এসেছো ভিন্ন নাম, ভিন্ন রূপ, ভিন্ন দেশ বা ভিন্ন কালে । স্মরণ যদিও তোমরা সেই পারলৌকিক বাবাকেই করেছো তবুও আত্মা স্মরণ করে এবং বলে যে, আমার এই শরীর লৌকিক বাবা দিয়েছেন । তাহলে তো দুজন বাবা হলো । এখন তোমরা জানো যে -- তৃতীয় বাবা হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা । তোমরা প্র্যাকটিকালি ব্রহ্মাকুমার , ব্রহ্মাকুমারী । এক হলো লৌকিক বাবা, দ্বিতীয় পারলৌকিক নিরাকারী বাবা আর তৃতীয় হলো অলৌকিক বাবা । প্রজাপিতার গায়ন আছে কিন্তু মানুষ তা জানে না । তারা মনে করে ব্রহ্মা তো সুক্ষ্মবতনবাসী । তোমরা জানো যে ব্রহ্মা হলেন সাকারী বাবা । এখন তোমরা পরলোক যাওয়ার তৈরী করছো । তোমরা বেঁচে থেকেও সকলেই বাণপ্রস্থী । তোমাদের বাণীর উর্ধে যেতে হবে । এই শরীর তো অবশ্যই ছেড়ে যেতে হবে । সকলেরই মৃত্যু হবে । মানুষ বাণপ্রস্থ গ্রহণ করে, সাধু - সন্ত ইত্যাদির থেকে মন্ত্র গ্রহণ করে কিন্তু তারা জানেই না যে এই শরীর ছেড়ে আমরা সুইট হোমে যাবো । তোমরা তা অবশ্যই জানো । তোমরা এখন অধৈর্য্য হয়ে যাও যে এই পুরানো শরীর ছেড়ে আমরা আত্মারা বাবার স্মরণে থাকলে পবিত্র হয়ে বাবার কাছে চলে যাবো । বাবার থেকে আমরা একুশ জন্মের জন্য আশীর্বাদী বর্সা নেবো । তাই তোমাদের লৌকিক বাবাও আছে, ব্রহ্মা বাবাও আছে আবার শিব বাবাও আছে । তিন বাবাই তো বরাবর আছে । এতে অন্ধ শ্রদ্ধার কোনো কথা নেই ।

ভোমরা বিষ্ঠার পোকাকে নিয়ে আসে, তারপর ভোঁ ভোঁ করতে থাকে, সেই পোকার মধ্যে একই প্রজাতির যারা হয়, তারা সেই ভ্রমরের মতো হয়ে যায় । বাকি যারা অন্য প্রজাতির হয় তারা মারা যায় । এখানেও য তোমাদের কাছে যারা আসে তাদের মধ্যেও যারা দেবী - দেবতা ধর্মের হবে, তারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে । বাকিদের বুদ্ধিতে এই কথা বসবে না । ওরা হলো ভ্রমরী আর তোমরা হলে ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী । তোমাদের জ কাজ হলো - বিষয় সাগরের বিকারী পোকাকে নিয়ে এসে ভোঁ ভোঁ করা । কি ভোঁ ভোঁ করতে হবে ? ইনি হলেন তোমাদের পারলৌকিক বাবা । বাবা বলেন, আমি এসেছি বাচ্চারা, তোমাদের আশীর্বাদী বর্সা দেওয়ার জন্য । আমরা যারা ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী আছি, তারা সবাই বেহদের বাবার কাছ থেকে আশীর্বাদী বর্সা নিচ্ছি । তোমরাও নাও । এখন আমাদের নির্বাণধামে যেতে হবে, যেখান থেকে এসে আমরা অভিনয় করেছিলাম । এ হলো আমাদের অনেক জন্মের অন্তিমেরও অন্ত জন্ম । এখন তোমরা অমরলোক যাওয়ার জন্য অমর কথা

শুনছো । একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন জ্ঞানের সাগর । ব্রহ্মা জ্ঞান সাগর বা বিষ্ণু জ্ঞান সাগর বা শঙ্কর জ্ঞান সাগর কখনোই বলা হবে না । এক শিববাবাই হলেন জ্ঞানের সাগর । জ্ঞান সূর্য প্রকট হলো -- বাবা বলেন - বাচ্চারা, এখন এই সম্পূর্ণ দুনিয়া কবরস্থান হয়ে যাবে । এখন পরীস্থানের স্থাপনা হচ্ছে, যাকে স্বর্গ বলা হয় । তোমরা এখানে এসে জীবন্মুত হও । বাবা, আমরা তোমার । অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা বাবার আহ্বান করে এসেছো । তোমরা বলো -- বাবা, আমরা অনেক ধাক্কা খেয়ে এসেছি । এ এই ড্রামার ভবিতব্য । এখন আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্য আশীর্বাদী বর্সা দিচ্ছি । তোমরা জানো যে, বাবার হলে মানুষ থেকে দেবতা হওয়া যায় । এক তো উত্তরাধিকারী হয়, তারা বাবার প্রকৃত সন্তান আর দ্বিতীয় হলো নামমাত্র সন্তান, যারা পবিত্র হতে পারে না । তারা কেবল বাবা - বাবা বলে কিন্তু জীবন্মুত হতে পারে না । যারা জীবন্মুত হয়, তারাই হলো প্রকৃত সন্তান । বাকি সবাই নামমাত্র সন্তান । এখানে কোনো বিকারী এলে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তোমরা জীবন্মুত হয়েছো কি ? তোমরা প্রতিজ্ঞা করবে তো, যে বাকি জীবন পবিত্র থাকবে ? তখন বাবা বলেন, তোমরা প্রতিজ্ঞা করো যে, বাবার কাছে আসবে, তখন আশীর্বাদী বর্সা পাবে । মায়েরা তাদের জীবন সফল করছে । এই রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে । শিববাবা তো দাতা । তোমরা এমন মনে করো না যে, তোমরা শিববাবাকে দিচ্ছো । না, আমরা তাঁর থেকে স্বর্গের বাদশাহীর বর্সা নি । শিববাবা থোড়াই বাড়ী ঘর বানাবেন । তিনি সে সবই বাচ্চারা, তোমাদের কাজে লাগান । এই দাদারও সবকিছু আমি কাজে লাগিয়েছি, যাতে মায়েরা, অবলারা তাদের জীবন সফল বানাচ্ছেন । তোমরা ভবিষ্যৎ একুশ জন্মের জন্য রোজগার করছো । লৌকিক বাবার বর্সা পাওয়ার সময় এখন বন্ধ হয়েছে । স্বর্গে লৌকিক বাবার থেকে তোমরা যে আশীর্বাদী বর্সা পাবে তা এই সময়ের কামাইয়েই পাবে । একটি গল্প আছে -- বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কার খাবার খাচ্ছো ? তো উত্তর দিয়েছিলো, আমার নিজের । তাই এখানেও তোমরা নিজের পুরুষার্থ করে অধিকার নেও । সকলের আত্মাই একুশ জন্মের জন্য আশীর্বাদী বার্সার অধিকারী । অজ্ঞান কালে বাবার থেকে মেয়েরা বাবার সম্পত্তি পেতো না, কেবলমাত্র ছেলেরাই পেতো । এইসময় সমস্ত আত্মারাই আশীর্বাদী বর্সা পাবে । ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন । এমন গায়ন আছে যে, কুমারী তারাই যারা একুশ কুলের উদ্ধার করে । তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার আর কুমারী । তোমরা জানো যে, আমরা ভারতের মানুষমাত্রকেই বাবার শ্রীমতে একুশ জন্মের জন্য আশীর্বাদী বর্সা দেওয়ার পুরুষার্থ করাই । প্রত্যেককে বোঝাও এখন লৌকিক বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নেওয়া বন্ধ হবে । এখন তোমরা পারলৌকিক বাবার থেকে একুশ জন্মের জন্য অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা পাবে । এ কতো বড় রোজগার । এ বোঝার জন্য কতো ভালো কথা । মনও বলে যে পুরুষার্থ করি কিন্তু মায়া আবার তুফান নিয়ে আসে । মায়ার তুফান লাগলে দীপ নিভে যায় । এই কথা সম্পূর্ণ সহজ । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে - এ হলো বুদ্ধির কথা । আমাদের, বাবাকে স্মরণ করতে হবে, শরীরের চিন্তা ছেড়ে দিতে হবে । তোমরা তো গুরুদের স্মরণ করো । অনেক গুরু তাদের ছবি শিষ্যদের দিয়ে বলে -- নিজের গলায় ঝুলিয়ে রাখো । এমন অনেকেই আছেন যারা নিজের স্বামীর ছবি বের করে সেখানে গুরুর ছবি রেখে দেয় । বাবা বলেন, এখানে ছবি রেখে দেওয়ার কোনো কথা নেই । কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে । ছোটো বড় সকলেরই এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা । এখন তো অবশ্যই সেই মিষ্টি ঘরে ফিরে যেতে হবে । তাহলে কেন আমরা পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করবো না আর বাবার স্মরণে যদি থাকি তাহলে বিকর্মও বিনাশ হয়ে যাবে । আমাদের কাউকেই দুঃখ দেওয়া উচিত নয় । সবথেকে বড় দুঃখ হলো কাম কাটারি চালানো । এ হলো কংসপুরী । বলা হয় -- কৃষ্ণপুরীতে কাম কাটারি চলে না । এখানে কাম কাটারি চলে তাই একে কংসপুরী বলা হয় । বাকি কোনো অসুরের সঙ্গে দেবতার বা পাণ্ডবদের সঙ্গে কৌরবদের লড়াই

হয় নি । লড়াই হলো যবন আর কৌরবদের সঙ্গে । বাচ্চারা সাক্ষাৎকার করেছে যে কিভাবে তারা মাখন পাবে । আমরাই এসে আবার রাজ্য - ভাগ্য করবো ।

বাচ্চারা জিজ্ঞেস করে - বাবা, এতো বাড়ী কেন তৈরী করছো ? বাবা বলেন, এখন তো একের পর এক আসছে তাই হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এর পরে যখন এই অ্যাসাইলামে অনেক বাচ্চা আসবে, তখন কোথায় থাকবে । দিন প্রতিদিনে বৃদ্ধি হতে থাকে । প্রজাপিতা ব্রহ্মার তো অনেক বাচ্চা হয়ে যাবে । শিববাবা বলেন -- আমার তো অনেক সন্তান কিন্তু কোটির মধ্যে কয়েকজনই আমাকে জানতে পারে । তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুসারেই আমাকে জানতে পারে । তারা মনে করে, আমরা শিববাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নিচ্ছি, তবুও কোনো কোনো বাচ্চা ঝিমিয়ে পড়ে । বাচ্চারা জানে যে আমরা ব্রহ্মার দ্বারা শিববাবার শ্রীমতে চলছি । বাবা বলেন, এই ধার নেওয়া শরীর অনেক জন্মের অন্তেরও অন্ত জন্মের । আমি সেই পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীরে এসেছি -- এখন তোমরা আমাকে স্মরণ করো ---আমি তোমাদের গাইড হয়ে এসেছি । গড ফাদারকে লিবারেটর বলা হয় । মানুষ মানুষকে এই কথা বলতে পারে না । তিনি সম্পূর্ণ দুনিয়াকে লিবারেট করেন । এই সময় সম্পূর্ণ বিশ্ব হলো লঙ্কা, শোক বাটিকা । যদিও ধনবান মানুষ মনে করে যে, আমরা স্বর্গে আছি কিন্তু এই সমস্তকিছুই মাটিতে মিশে যাবে । আমেরিকানরাও লেখে যে, কেউ আমাদের বিনাশের প্ররোচনা দিচ্ছে । বোম্বও তৈরী করাচ্ছে । এরজন্য কতো বেশী খরচও হচ্ছে । কলিযুগ সম্পূর্ণ হলে সত্যযুগ তো অবশ্যই চাই । এখন আবার নতুন করে স্থাপনা হচ্ছে । বাবা আবার সেই রাজযোগ শেখাচ্ছেন । তোমরা হলে রাজঋষি । ওরা হলো হঠযোগী ঋষি । একমাত্র ব্রাহ্মণ ছাড়া কাউকেই রাজযোগী বলা যাবে না । এ কোথাও থোড়াই লেখা ছিলো যে রাজযোগীরা ব্রাহ্মণ ছিলো । কৃষ্ণ থাকলে তিনি কিভাবে ব্রাহ্মণের রচনা করবেন । ব্রহ্মা থাকলে তবেই তো মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ তৈরী হবে । ব্রাহ্মণীদের দ্বারাই যজ্ঞের রচনা হয় । বাবা হলেন কতো বড় শেঠ । কতো বড় দক্ষিণা পাওয়া যায় তাঁর কাছ থেকে । সেই দক্ষিণা হলো স্বর্গের রাজত্ব । এ হলো সবথেকে শ্রেষ্ঠ উপহার । ব্রাহ্মণরাই পরে দেবতা হয় সে সূর্যবংশীই হোক বা চন্দ্রবংশী । বাবা বলেন তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো -- বাবা, কাল যদি আমাদের মৃত্যু হয় তাহলে আমরা কি পদ পাবো ? বাবা চট্ করে বলে দিতে পারেন । এখন তো খুবই অল্প সময় বাকি আছে । এই শরীর চলে গেলে তোমরা থোড়াই জ্ঞান নিতে পারবে । ছোটো বাচ্চা তখন কি আর বুঝবে । বাচ্চারা এখন বুঝতে পারে যে, এবার কলিযুগ শেষ হয়ে সত্যযুগ আসবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সদা স্মৃতিতে রাখতে হবে যে, এ হলো আমাদের বাণপ্রস্থ অবস্থা, আমাদের বাণীর উর্ধে সেই সুইট হোমে যেতে হবে, অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে ।

২) ২১ জন্মের জন্য নিজের অধিকার নেওয়ার জন্য পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করতে হবে । সর্বদা শ্রীমতে চলতে হবে । বেঁচে থেকেও মরতে হবে ।

বরদান :- ব্যক্ত ভাবের উর্ধ্বে থেকে ফরিস্তা হয়ে উড়তে থাকা সর্ব বন্ধন মুক্ত ভব

দেহের ধরণী হলো ব্যক্ত ভাব, ফরিস্তা যখন হয়ে গেছো তখন এই দেহের ধরণীতে কিভাবে আসতে পারো । ফরিস্তা ধরণীতে পা রাখে না । ফরিস্তা অর্থাৎ যারা উড়তে পারে । তাদের নীচের আকর্ষণ টানতে পারে না । নীচে থাকলে শিকারী শিকার করে দেবে, উপরে উড়তে থাকলে কেউ কিছুই করতে পারবে না তাই যতই সুন্দর সোনার খাঁচা হোক না কেন, তাতেও আটকে যেও না । সদা স্বাতন্ত্র্য, বন্ধনমুক্তরাই উড়তি কলায় যেতে পারে ।

স্লোগান :- অসম্ভবকে সম্ভব করে সফলতার অনুভব যারা করে তারাই সফলতার নক্ষত্র ।